بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২- ০২/০২ | শুক্রবার, ০৭ সফর, ১৪৪২ হিজরী | ২৫/০৯/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন কর্তৃক ফিলিস্তিনের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চুক্তির প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাইয়াহ্ বাংলাদেশ-এর বিক্ষোভ সমাবেশ

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাইয়াহ্ বাংলাদেশ আজ (২৫/০৯/২০২০) শুক্রবার, বাদ জুমু'আ ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন মসজিদে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন কর্তৃক ইহুদী রাষ্ট্রের সাথে ফিলিস্তিনের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চুক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। *বক্তাগণ বলেন:* গত ১৫/০৯/২০২০ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইহুদী রাষ্ট্রের সাথে বিশ্বের কলঙ্কময় রাজধানী ওয়াশিংটনে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের ভয় না করেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইসরা' ও মি'রাজের পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের জন্য চরম বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে। *বক্তাগণ বাকি মুসলিম শাসকদের মুখোশ উন্মোচন করে বলেন:* ঘোষিত চুক্তিসমূহে যারা এখনো স্বাক্ষর করেনি তারাও স্বাক্ষরকারীদের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে নেই, ওমান আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং ইহুদী রাষ্ট্র দ্বারা আমন্ত্রিত হচ্ছে, কাতার ইহুদী ও গাজার মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে: সৌদি শাসকগোষ্ঠী এই দানবীয় রাষ্ট্রের যুদ্ধ বিমানের জন্য আকাশসীমা উন্মুক্ত করে দিয়েছে, এবং তুরস্কের সরকার এখনো ফিলিস্তিন দখলকারী ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে!

বক্তাগণ আরও বলেন: ফিলিস্তিন হচ্ছে পবিত্র ভূমি, আল কুদস্-এর ভূমি, ইসরা' ও মি'রাজের ভূমি, এটি মুসলিমদের হৃদয়ে অবস্থান করছে, ফিলিস্তিন এবং এর আল-কুদস্ হচ্ছে মুসলিমদের ফিলিস্তিন, এসব বিশ্বাসঘাতক শাসকদের নয়। ফিলিস্তিনের দখলদার ইহুদী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার এই চুক্তি তাদেরকে লজ্জা ও অপমানের মুকুট পরিয়ে রাখবে।

বক্তাগণ মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলেন: দখলদার ইহুদী রাষ্ট্রটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফিলিস্তিনকে তার নিজ জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়টির সুরাহা কেবল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা শাসন এবং সেনাবাহিনী প্রেরণের মাধ্যমেই সম্ভব। এবং নবুয়্যতের আদলে খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ্'র ইচ্ছায় অচিরেই তা ঘটবে, চারটি বিষয় দ্বারা সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে:

প্রথমত: "তোমরাই হচ্ছো শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটনা হয়েছে"। [আলি-ইমরান: ১১০]। এই জাতি কোন অন্যায় সহ্য করবে না, সুতরাং এই জাতি তার আল-কুদস্'কে ভুলে যাবে না, অত্যাচারী যালিম শাসকেরা যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক না কেন, বরং এই জাতি তাদেরকে অপমানজনকভাবে পদদলিত করবে...

দ্বিতীয়ত: মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি: **"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত (শাসনকর্তৃত্ব) দান করবেন"** [আন-নূর: ৫৫]। এবং, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে নবুয়্যতের আদলে খিলাফতের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে সুসংবাদ: ***"...অতঃপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত, নবুয়্যতের আদলে"*** (আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত)।

তৃতীয়ত: ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ এবং তাদেরকে পরাজিত করা সম্পর্কে হাদিস: ***"তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে, যতক্ষন না এমনকি একটি পাথরও বলে উঠবে: হে মুসলিম, এখানে এসো, একজন ইহুদী আছে (আমার পিছনে আত্মগোপন করেছে); তাকে হত্যা করা।"*** (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

চতুর্থত: আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় একটি নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যনিষ্ঠ দল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র ওয়াদা এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) সুসংবাদকে পূরণ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এটি দূরদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি সহকারে উম্মাহ্'কে কল্যাণের দিকে ধাবিত করছে যা উম্মাহ্'কে গৌরব ও বিজয়ের সাথে পুনরুজ্জীবিত করে।

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

"আর সেদিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে, আল্লাহ্'র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"
[আর-রূম: ৪-৫]

হিযবুত তাহ্‌রীর- এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ